বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন

'কৃষি ভবন'
৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
(এএসসি বিভাগ)

স্মারক নং ঃ ১২.০৬.০০০০.২৮৪.৩৫.০৭৪.১৮/২০২ তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০১৮খ্রীঃ

বরাবর
প্রধান মনিটরিং
মনিটরিং বিভাগ
বিএডিসি,ঢাকা।

বিষয় ঃ **২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নারিকেল বীজের ক্রয়মূল্য এবং উৎপাদিত নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ ও এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতাধীন খামারসমূহে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নারিকেল চারা উৎপাদনের নিমিত্তে ২০১৮-১৯ বর্ষের নারিকেল বীজের ক্রয়মূল্য এবং উৎপাদিত নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮খ্রিঃ তারিখে বিএডিসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংস্থার পর্ষদ কক্ষে "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভার কার্যবিবরণী (১সেট) ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর সভার কার্যবিবরণী (৪ পৃষ্ঠা)

১৩/০৯/১৮

(মুহাঃ আজহারুল ইসলাম)
পরিচিতি নং-০২০০৮৪
মহাব্যবস্থাপক(এএসসি)
বিএডিসি, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি,ঢাকা।

Programmer
14.9.18

Adminis A

২০১৮-১৯ বর্ষে সংস্থার উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ ও এগ্রো সার্ভিস বিভাগের আওতাধীন খামারসমূহের জন্য বীজ নারিকেলের ক্রয়মূল্য এবং উৎপাদিত নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর সভার কার্যবিবরণী ঃ

স্থান	ঃ	সংস্থার পর্ষদ কক্ষ
তারিখ	ঃ	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা

২০১৮-১৯ বর্ষে সংস্থার উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ ও এগ্রো সার্ভিস বিভাগের আওতাধীন খামার সমূহের জন্য বীজ নারিকেলের ক্রয়মূল্য এবং উৎপাদিত নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য সংস্থার চেয়ারম্যান মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার এর সভাপতিত্বে "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্য-পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১। জনাব মাহমুদ হোসেন, সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।

২। জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য-পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি, ঢাকা।

ও

সদস্য-পরিচালক (অর্থ), (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বিএডিসি, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সদস্য-পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা।

এছাড়াও মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ নূরনবী সরদার, মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মাসুদ আহম্মেদ এবং ব্যবস্থাপক (উৎপাদন), এএসসি বিভাগ জনাব ড. মোঃ ইসবাত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ নূরনবী সরদার সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের ৯ (নয়) টি কেন্দ্র ও এএসসি বিভাগের ১৪ (চৌদ্দ) টি কেন্দ্র মোট ২৩টি কেন্দ্রের জন্য ২০১৮-১৯ সালে নারিকেল চারা উৎপাদনের নিমিত্ত বীজ নারিকেলের ক্রয়মূল্য,উৎপাদিত নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য এবং চূড়ান্তভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারার সংখ্যা নির্ধারণ।

সভার প্রারম্ভে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) সভাকে অবহিত করেন যে, সংস্থার উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ ও এএসসি বিভাগের মাধ্যমে প্রতি বছর নারিকেলের চারা উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। গত ২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ হতে ১,৬২,০০০ টি এবং এএসসি বিভাগ হতে ২,২০,০০০ টি মোট ৩,৮২,০০০ টি বীজ নারিকেল ক্রয় করা হয়। উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে ক্রয়কৃত ১,৬২,০০০ টি বীজ নারিকেল হতে ১,১৩,৪০০ টি বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারা পাওয়া যায়, যার শতকরা হার ৭০। এএসসি বিভাগের মাধ্যমে ২,২০,০০০ টি বীজ নারিকেল হতে ১,৫৪,০০০ টি বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারা পাওয়া যায়, যার শতকরা হার ৭০।

মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) সভাকে জানান যে, ২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে ১,১৩,৪০০ টি এবং এএসসি বিভাগের মাধ্যমে ১,৫৪,০০০ টি মোট ২,৬৭,৪০০ টি বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারা উৎপাদিত হয় এবং পূর্ববর্তী ২০১৬-১৭ বর্ষে উৎপাদিত নারিকেল চারার মধ্যে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের ১১,১৫৯ টি এবং এএসসি বিভাগের ৪৯,৯৬৮ টি মোট ৬১,১২৭ টি চারা অবিক্রিত থাকে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ বর্ষে উৎপাদিত মোট বিক্রয়যোগ্য চারার সংখ্যা ২,৬৭,৪০০ + ৬১,১২৭ = ৩,২৮,৫২৭ টি। নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যে বিক্রয়যোগ্য উক্ত নারিকেল চারার মধ্য হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২,৩৬,২২৯ টি চারা বিক্রয় হয় এবং ৯২,২৯৮ টি চারা অবিক্রিত থাকে। তিনি আরো জানান যে, ২০১৭-১৮ বর্ষের বিপুল সংখ্যক অবিক্রিত চারার মূল্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মূল্যের সাথে মিল রেখে পূণঃ নির্ধারিত দর গত ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষিতে নারিকেল চারা বিক্রির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) সভাকে আরও জানান যে, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের ৭টি কেন্দ্রে মোট ২৬,৯২৮টি এবং এগ্রো সার্ভিস বিভাগের ১০টি কেন্দ্রে মোট ২৫,৮৯৬ টি অর্থাৎ সর্বমোট ৫২,৮২৪টি নারিকেল চারা অবিক্রিত রয়েছে, যা শীঘ্রই বিক্রি হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

নারিকেলের অংকুরোদগম ক্ষমতার হারের সম্ভাব্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিগত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেও অংকুরোদগম ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারা নির্ধারণের নিমিত্ত ট্রায়াল কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। সে মোতাবেক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ৪টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র (কাশিমপুর,পটিয়া, বগুড়া ও কুষ্টিয়া) এবং ৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারে (নোয়াখালী, পটুয়াখালী, কিশোরগঞ্জ ও রংপুর) বীজ নারিকেলের অংকুরোদগম ক্ষমতা (Germination Percentage) ও চূড়ান্তভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারা নির্ধারণের নিমিত্ত ট্রায়াল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৮টি কেন্দ্রের ট্রায়াল কার্যক্রম সহ পূর্ববর্তী ৩ বছরের ট্রায়াল কার্যক্রমের চূড়ান্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ ঃ

বিগত ৪ অর্থ বছরের ট্রায়াল কার্যক্রমঃ

ট্রায়াল কার্যক্রমের অর্থ বছর	কেন্দ্রের নাম	রোপনকৃত বীজ নারিকেলের সংখ্যা	নারিকেল বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা (Germination Percentage)	চূড়ান্তভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারার শতকরা হার
২০১৭-১৮	কাশিমপুর, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৫%	৬৫%
	পটিয়া, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৭%	৬৫%
	বগুড়া, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৪%	৬৪%
	কুষ্টিয়া, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৮%	৬২%
	নোয়াখালী, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৮.৬০%	৬৭%
	পটুয়াখালী, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৫%	৬৪.৫%
	কিশোরগঞ্জ, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৯.২০%	৬৫.২০%
	রংপুর, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৭%	৬৪%
২০১৬-১৭	রাজশাহী, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৪%	৬৩%
	টাঙ্গাইল, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৫.৫%	৬৫%
	খুলনা, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৮.৬%	৬৭.২০%
	বান্দরবান, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৭৬%	৬৯%
২০১৫-১৬	রংপুর, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৭%	৬৪%
	কিশোরগঞ্জ, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৯%	৬৭%
	যশোর, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৭%	৬৫%
	কুমিল্লা, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৭০%	৬৭%
২০১৪-১৫	কাশিমপুর, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৫.৪০%	৬৪.২০%
	পটিয়া, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র	৫০০টি	৬৭%	৬৫%
	দিনাজপুর, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৪.২০%	৬৩%
	বরিশাল, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার	৫০০টি	৬৩%	৬২.৬০%

বিগত অর্থ বছর সমূহের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ এবং এএসসি বিভাগ এর অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১,৭৭,৫০০ টি ও ২,২০,০০০ টি সহ মোট ৩,৯৭,৫০০ টি বীজ নারিকেল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথাসময়ে বীজ নারিকেল সংগ্রহ করা সম্ভব হলে ২,৭৮,২৫০ টি (শতকরা ন্যূনতম ৭০ ভাগ হিসাবে) বিক্রয়যোগ্য চারা উৎপাদন সম্ভব হবে এবং প্রকল্প এলাকায় নারিকেল চারার চাহিদা তথা দেশের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। অধিকন্তু উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ ও এগ্রো সার্ভিস বিভাগের আয় বৃদ্ধি ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ নারিকেল সংগ্রহের ক্রয়মূল্য যথাক্রমে- ৩৫.০০ টাকা ও ৩২.০০ টাকা এবং নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য যথাক্রমে ৫৫/৫৪ টাকা ও ৫৫/৫৪ টাকা অনুমোদিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ক্যারিওভার নারিকেল চারার পূণঃ নির্ধারিত মূল্য ৫০/৪৯ টাকা অনুমোদিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিস ও স্থানীয় বাজার দরের উপর বিবেচনা করে চলতি ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে প্রতিটি বীজ নারিকেলের ক্রয় মূল্য কেন্দ্র পর্যন্ত পৌছানোর লোডিং, আনলোডিং ও পরিবহন খরচসহ সর্বোচ্চ ৩১.০০ (একত্রিশ) টাকা হারে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। সে হিসেবে ৯ (নয়) টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য ৫৫,০২,৫০০/- (পঞ্চান্ন লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এবং ১৪ (চৌদ্দ) টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের জন্য ৬৮,২০,০০০/- (আটষট্টি লক্ষ বিশ হাজার) টাকা সহ মোট ১,২৩,২২,৫০০ (এক কোটি তেইশ লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত) টাকার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে, উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের অনুমোদিত প্রকল্পে এবং এএসসি'র চলতি বছরের স্থায়ীধর্মী কার্যক্রমে এ খাতে বর্ণিত অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। বিগত বৎসর সমূহের অভিজ্ঞতা, শ্রমিক মজুরি, জমি চাষ, সার, সেচ, বালাইনাশক ইত্যাদি খাতে উৎপাদন ব্যয় যোগ করে এ বছরের নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য ন্যূনতম ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং পাহাড়ী এলাকার জন্য ৪৯.০০ (উনপঞ্চাশ) টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়।

গত ০৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) এর দপ্তরে "বীজের সংগ্রহ/বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ সুপারিশ কমিটি" এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বীজ নারিকেল সংগ্রহ/বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ সুপারিশ কমিটি'র সদস্যবৃন্দ নারিকেলের বর্তমান বাজার দর, বীজ নারিকেল অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার, চূড়ান্তভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারার সংখ্যা, নারিকেল চারার উৎপাদন খরচ (গড়ে প্রতিটি চারা উৎপাদনের জন্য ৪.০০ - ৪.৫০ টাকা খরচ হয়), গত বৎসরের বিক্রয় দর, চাষীর ক্রয় ক্ষমতা, নারিকেল চারার চাহিদা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত বাজার দর ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ২০১৮-১৯ সালের জন্য বীজ নারিকেল ক্রয়/সংগ্রহমূল্য এবং নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্ত ভাবে নির্ধারণের সুপারিশ করেন।

বিবরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	সুপারিশকৃত বীজের সংগ্রহ/ বিক্রয়মূল্য (২০১৮-১৯)
বীজ নারিকেলের ক্রয়মূল্য	২৮/-	৩২/-	৩৫/-	৩২/-	৩১/-
নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য	৪৩/- ও ৪২/-	৫০/- ও ৪৯/-	৫৫/- ও ৫৪/-	৫৫/- ও ৫৪/-	৫০/- ও ৪৯/-

তাছাড়া উক্ত সুপারিশ কমিটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত রিপোর্ট বিবেচনায় নিয়ে বীজ নারিকেলের অংকুরোদগম ক্ষমতা (Germination Percentage) ও চূড়ান্তভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারার

সংখ্যা ৭০% নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেন। সাধারণত আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গুনগত মান সম্পন্ন বীজ নারিকেল পর্যাপ্ত সংখ্যক পাওয়া যায় এবং এ সময় বীজ নারিকেল সংগ্রহ করে বীজতলায় বপন করা হলে সন্তোষজনক হারে চারা গজায় এবং উৎকৃষ্ট মানের চারা উৎপাদিত হয়। বীজ নারিকেল ক্রয়ের মূল্য নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় অর্থের অগ্রিম মঞ্জুরীর প্রয়োজন হবে।

গুণগত মানসম্পন্ন বীজ নারিকেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত স্পেসিফিকেশন তৈরী করা হয়েছে-

ক) নারিকেল বীজের পরিধি ১৮´´- ২২´´ (৪৬-৫৬ সেঃ মিঃ) হতে হবে।
খ) নারিকেল এর আকার গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতি হতে হবে।
গ) নারিকেল বীজের ভিতরে পর্যাপ্ত পানি থাকতে হবে।
ঘ) নারিকেল বীজ সুপরিপক্ক হতে হবে এবং খোসার রং উজ্জল ও মসৃণ হতে হবে।
ঙ) প্রতিটি নারিকেলের সাথে বৃতি (Calyx) সংযুক্ত অবস্থায় থাকতে হবে।
চ) নারিকেল দেখেই যেন বুঝা যায় যে তা গজাবে।

"বীজের সংগ্রহ/বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ সুপারিশ কমিটি" এর সুপারিশ অনুযায়ী কংগ্রোঃ হইতে বীজ নারিকেল ক্রয়ের সময় বীজের মান যাচাই/বাছাই এর জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ :

ক)	যুগ্ম-পরিচালক(বীজবিপণন/সারব্যবস্থাপনা/কঃ গ্রোঃ)	-	সভাপতি
খ)	উপ-পরিচালক (বীজ বিপণন)	-	সদস্য
গ)	বিএডিসি'র স্থানীয় পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক এর নীচে নয়)	-	সদস্য
ঘ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
ঙ)	সংশ্লিষ্ট যুগ্ম/উপ-পরিচালক (উদ্যান/এএসসি)	-	সদস্য সচিব

আলোচনা ও পর্যালোচনা ঃ

চেয়ারম্যান মহোদয় ও সম্মানিত সদস্য পরিচালকবৃন্দ বীজ নারিকেলের সংগ্রহ মূল্য ও উৎপাদিত নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন। ২০১৭-১৮ সালে বীজ নারিকেলের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার, চূড়ান্তভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারার সংখ্যা নির্ধারনের জন্য ৪টি কেন্দ্রে বাস্তবায়িত (উউকে রাজশাহী ও টাঙ্গাইল এবং এএসসি খুলনা ও বান্দরবান) ট্রায়াল কার্যক্রমের চূড়ান্ত রিপোর্ট, নারিকেল চারার উৎপাদন খরচ, বীজ নারিকেল ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, নারিকেল চারার চাহিদা, চুক্তিবদ্ধ চাষীদের নিকট হতে বীজ নারিকেল ক্রয়, সুপারিশ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রতিটি বীজ নারিকেলের ক্রয়মূল্য ও প্রতিটি নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে কমিটি বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন। মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) চলতি ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষেও বীজ নারিকেলের অংকুরোদগম ক্ষমতা (Germination Percentage) যাচাই এর লক্ষ্যে ট্রায়াল কার্যক্রম এবং পূর্বের বছরের ন্যায় গঠিত কমিটি কর্তৃক ট্রায়াল কার্যক্রম চলমান রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষক ও জনসাধারণ পর্যায়ে বিএডিসি'র নারিকেল চারার গুনগতমান এবং গ্রহনযোগ্যতার প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয় চলতি বর্ষে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের জন্য ১,৬৭,৫০০ (এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত) এবং এগ্রো সার্ভিস বিভাগের জন্য ২,২০,০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার) সংখ্যক সর্বমোট ৩,৯৭,৫০০ টি বীজ নারিকেল চুক্তিবদ্ধ চাষীর নিকট হতে ক্রয় করে চেকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ ও নিয়ম মাফিক বিল ভাউচার যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মহোদয় চলতি ২০১৮-১৯ সালে বীজ নারিকেলের অংকুরোদগম ক্ষমতা পুনরায় ডিএই'র হর্টিকালচার সেন্টারের উদ্যানতত্ত্ববিদ এবং কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউটের গবেষকদের অন্তর্ভূক্ত করে বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ৪টি এবং এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের ৪টি সর্বমোট ৮টি (উউকে কাশিমপুর,পটিয়া, যশোর ও কুমিল্লা এবং এএসসি দিনাজপুর, খুলনা, বান্দরবান ও বরিশাল) কেন্দ্রে বীজ নারিকেলের অংকুরোদগম ক্ষমতা (Germination Percentage) ও বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারার সংখ্যা নির্ধারণের নিমিত্ত কমিটি গঠনপূর্বক ট্রায়াল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবনা প্রদান করেন।

সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয় সমগ্র দেশব্যাপী আরো উন্নত মানের নারিকেল চারা সরবরাহের নিমিত্তে বীজ নারিকেল সংগ্রহ/ক্রয়ের বিদ্যমান স্পেসিফিকেশনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আগামী অর্থ বছর হতে তা অনুসরণের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানান। বিশেষ করে তিনি বীজ নারিকেলটি যেন রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় মুক্ত হয়, তাছাড়া বীজ নারিকেলের গড় ওজন, খোসার ওজন, নারিকেলের অভ্যন্তরে পানির পরিমাণ, শাসের ওজন ও পুরুত্ব ইত্যাদির বিষয় গুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া, বীজ নারিকেল সংগ্রহ কালে জাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে জাত অনুযায়ী প্লট বিভক্ত রেখে মাঠে বীজ বপনের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে কমিটি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঃ

১। উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ এবং এগ্রো সার্ভিস বিভাগের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ বর্ষে উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের জন্য ১,৭৭,৫০০ টি এবং এএসসি কার্যক্রমের জন্য ২,২০,০০০ টি মোট ৩,৯৭,৫০০ টি বীজ নারিকেল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো।

২। ২০১৮-১৯ সালের জন্য প্রতিটি বীজ নারিকেলের ক্রয় মূল্য কেন্দ্র পৌঁছানো পর্যন্ত লোডিং, আনলোডিং ও পরিবহন খরচসহ ৩১.০০ (একত্রিশ) টাকা এবং উৎপাদিত প্রতিটি নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং পাহাড়ী এলাকা (লামা ও বান্দারবন, এএসসি) এর জন্য প্রতিটি নারিকেল চারার বিক্রয়মূল্য ৪৯.০০ (উনপঞ্চাশ) টাকা নির্ধারণ করা হলো।

৩। ২০১৮-১৯ সালের জন্য প্রতিটি নারিকেল চারার উৎপাদন খরচ ৪.১১ টাকা (চাষ খরচ ০.০৪/- + সেচ খরচ ০.০৬/- + সার ০.৪৯/- + শ্রমিক ব্যয় (বপন, আন্তঃপরিচর্যা ও উত্তোলনসহ)- ২.৮৮/- + বালাই নাশক ব্যয় ০.৬৪/-) নির্ধারণ করা হলো।

৪। ২০১৮-১৯ সালের জন্য কঃগ্রোঃ এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজ নারিকেল ক্রয় এবং ৭০% বিক্রয়যোগ্য চারা উৎপাদনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ কঠোরভাবে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো ঃ

ক) বীজ নারিকেলের পরিধি ১৮´´- ২২´´ (৪৬-৫৬ সেঃ মিঃ) হতে হবে।

খ) নারিকেল এর আকার গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতি হতে হবে।

গ) বীজ নারিকেলের ভিতরে পর্যাপ্ত পানি থাকতে হবে।

ঘ) বীজ নারিকেলের সুপরিপক্ক হতে হবে এবং খোসার রং উজ্জ্বল ও মসৃণ হতে হবে।

ঙ) প্রতিটি নারিকেলের সাথে বৃতি (Calyx) সংযুক্ত অবস্থায় থাকতে হবে।

চ) নারিকেল দেখেই যেন বুঝা যায় যে তা গজাবে।

ছ) উৎপাদিত নারিকেল চারার রং সবুজ ও চারা খাড়া হতে হবে।

জ) মানসম্পন্ন বিক্রয়যোগ্য চারা উৎপাদনের হার নূ্যনতম ৭০% হতে হবে।

ঝ) কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা করে কোন রকম অপরিপক্ক নারিকেল ক্রয়ের বিষয় দৃষ্টিগোচর হলে কেন্দ্র প্রধান ও সংশ্লিষ্টগণ এ জন্য দায়ী থাকবেন।

ঞ) মাঠে প্রত্যেকটি নারিকেলের চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

৫। নির্ধারিত ক্রয়মূল্যে নিম্নে বর্ণিত কমিটির তদারকি ও বীজ নারিকেলের মান সম্পর্কে প্রত্যয়নের ভিত্তিতে বীজ নারিকেল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ চাষীর নিকট হতে ক্রয় করতে হবে এবং নিয়মমাফিক বিল, ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজ নারিকেল ক্রয়ের তদারকারী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ ঃ

ক)	যুগ্ম-পরিচালক (বীজ বিপণন/সারব্যবস্থাপনা/কঃগ্রোঃ), বিএডিসি	সভাপতি
খ)	উপ-পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি	সদস্য
গ)	বীজ নারিকেল ক্রয়ের জন্য বিএডিসি'র স্থানীয় পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়)	সদস্য
ঘ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
ঙ)	সংশ্লিষ্ট যুগ্ম/উপ-পরিচালক (উদ্যান/এএসসি), বিএডিসি	সদস্য সচিব

৬। উদ্যান ও এএসসি'র প্রতিটি খামারে বরাদ্দকৃত বীজ নারিকেল জমিতে বপনের পর অংকুরিত নারিকেল চারা ও অঅংকুরিত বীজ নারিকেল বপনের স্থানে যথারিতি থাকতে হবে, যাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ খামার পরিদর্শনকালে গননা করে বরাদ্দকৃত মোট বীজ নারিকেলের সংখ্যার সাথে বপনকৃত বীজ নারিকেলের মোট সংখ্যা সমান দেখতে পায়।

৭। বিগত বছরের ন্যায় পুনরায় চলতি ২০১৮-১৯ বর্ষে বীজ নারিকেলের অংকুরোদগম ক্ষমতা (Germination Percentage) ও চূড়ান্তভাবে বিক্রয়যোগ্য নারিকেল চারার সংখ্যা নির্ধারণের নিমিত্ত উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের ৪টি কেন্দ্রে (কাশিমপুর, পটিয়া, যশোর ও কুমিল্লা) এবং এগ্রো সার্ভিস বিভাগের ৪টি কেন্দ্রের (দিনাজপুর, খুলনা, বান্দরবান ও বরিশাল) প্রতিটিতে সম্পূর্ন আলাদা বেডে ৫০০টি করে বীজ নারিকেল বপনপূর্বক নারিকেল চারা উৎপাদনের ট্রায়াল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট ট্রায়াল কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ:

ক)	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যুগ্ম-পরিচালক (বীজ বিপণন/সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি	সভাপতি
খ)	সংশ্লিষ্ট কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউটের ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	সদস্য
গ)	সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টারের উদ্যানতত্ত্ববিদ	সদস্য
ঘ)	সংশ্লিষ্ট যুগ্ম/উপ-পরিচালক (উদ্যান/এএসসি) বিএডিসি	সদস্য সচিব

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০-০২-২০১৮-১৯

(মোঃ আব্দুল জলিল)
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ),
বিএডিসি, ঢাকা।

(ঝরনা বেগম)
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা),
ও
সদস্য পরিচালক (অর্থ), (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বিএডিসি, ঢাকা।

(মোঃ মাহমুদ হোসেন)
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান),
বিএডিসি, ঢাকা।

(মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার)
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বিএডিসি, ঢাকা